সংবাদ
তারিখ 22/7/83
পৃষ্ঠা 5 কলাম 1
21

বিপন্ন বই

স্কুলের পাঠ্যপুস্তক ডাকঘরের মাধ্যমে বিক্রয়ের ব্যবস্থা কয়েক বছর চালু রাখার পর চলতি বছর থেকে শিক্ষা বোর্ড ব্যবসায়ীদের মাধ্যমে তা সরবরাহের ব্যবস্থা করেছে। এ বছর অনেক ডাকঘরে কোন পুস্তক সরবরাহ করা হয়নি। তাছাড়া ছাত্র-ছাত্রী বা অভিভাবকরা ইদানীং বইয়ের জন্যে আর ডাকঘরে যায় না। এমন অবস্থায় গত ২।৩ বছরে জড়ো হওয়া লাখ লাখ অবিক্রীত বই এখন দেশের বিভিন্ন ডাকঘরে পড়ে থেকে বিনষ্ট হচ্ছে। মাদারীপুর ও শরিয়তপুর মহকুমার ১৮টি ডাকঘরে অবিক্রীত অবস্থায় পড়ে আছে ১৪ লক্ষাধিক টাকার বই। সংরক্ষণগত সমস্যার কারণে এর মধ্যে ২৪।২৫ হাজার টাকার বই ইতিমধ্যেই বিনষ্ট হয়ে গেছে। বাকীগুলোও বিনষ্ট হবে এমন আশংকা দেখা দিয়েছে। ভোলার একটি ডাকঘরে ৪৫ হাজার টাকার বই নষ্ট হওয়ার পথে। ঢাকা জেলার নবাবগঞ্জ,দোহার, কেরানীগঞ্জ, সাভার প্রভৃতি থানার ডাকঘরগুলোতেও অনেক বই নষ্ট হয়েছে এবং হচ্ছে। দেশের অন্যান্য স্থান থেকেও অনুরূপ অবস্থার খবর পাওয়া গেছে।

মফস্বল এলাকায় ডাক বিভাগের ঘরবাড়ির অবস্থা কেমন তা কারো অজানা থাকার কথা নয়। পুরনো, ভাঙাচোরা ও কাঁচা ঘরবাড়িতেই কাজ করতে হয় অনেক ডাক কর্মচারীকে। সেখানে নিজেদের কাগজপত্র সংরক্ষণই এক বিরাট সমস্যা, অনেক জরুরী কাগজপত্র এ সমস্যার কারণে বিনষ্ট হয় এমন খবরও পাওয়া যায়। এখন গোদের ওপর বিষ ফোঁড়ার মত চেপেছে অবিক্রীত পুস্তকের স্তূপ। এগুলো যথাযথভাবে রাখার জায়গা নেই, তারপর আছে বৃষ্টির পানি এবং পোকা ও ইঁদুরের উপদ্রব। অন্যান্য অব্যবস্থাও থাকতে পারে, তবে সংরক্ষণব্যবস্থার অভাবই বই বিনষ্ট হওয়ার প্রধান কারণ বলে সংশ্লিষ্ট মহল সূত্রে জানা গেছে। সংশ্লিষ্ট কর্মচারীরা যে ভালভাবে সংরক্ষণের চেষ্টা চালাচ্ছে না তা নয়, কিন্তু নানা সমস্যা সেই চেষ্টাকে সফল হতে দিচ্ছে না। কারণ অনেক ডাকঘরে একে তো প্রয়োজনীয় জায়গা নেই, তারপর ভাংগাচোরা ঘরে বই রাখতে হয় মেঝের ওপরই। বৃষ্টির সময় অনেক ডাকঘরের কর্মচারীকে যেখানে ছাতা মাথায় কাজ করতে হয় সেখানে পানির হাত থেকে বই বাঁচানোর পরিবর্তে আত্মরক্ষার পালাই চলে।

ডাকঘরের মাধ্যমে পুস্তক বিক্রয়ের যে উদ্যোগ নেয়া হয়েছিল তার পেছনে কর্তৃপক্ষের সদিচ্ছার হয়ত অভাব ছিল না; কিন্তু এই বাড়তি দায়িত্ব পালনের যথাপ্রস্তুতি ও ক্ষমতা মফস্বল অঞ্চলের বেশীর ভাগ ডাকঘরেরই ছিল না। এ ব্যবস্থা তাদের ওপর হয়ে পড়েছিল বোঝার ওপর শাকের আঁটির মত। নিজেদের কাজ নিয়েই তাদের অবস্থা হিমশিম খাওয়ার মত, সেখানে এই বাড়তি বোঝা তাদের জন্যে হয়ে উঠেছিল প্রায় দুর্বহ ভার। সে সঙ্গিনদশার প্রমাণ বই সংগ্রহ করতে গিয়ে অনেককে পেতে হয়েছে। এরপর আরেক সদিচ্ছার মাধ্যমে ব্যবসায়ীদের দিয়ে বই সরবরাহের ব্যবস্থা করা হয়েছে; আর এতেও দেখা দিয়েছে আরেক বিপত্তি। এবারো ভুক্তভোগী হয়েছে ডাক বিভাগ।

দুটো সদিচ্ছার ব্যাপারেই হয়তো কারো তেমন আপত্তি করার কিছুই নেই; কিন্তু তা বাস্তবায়ন করতে গিয়ে যে অপরিণামদর্শিতার প্রমাণ রাখা হয়েছে সেটা প্রচুর ভোগান্তি ও অপচয়ের কারণ হয়েছে নিঃসন্দেহে। প্রথমবারে যথাসময়ে বই না পাওয়ার সমস্যা প্রকট আকার ধারণ করেছিল,এবার বই না পাওয়ার সমস্যা নেই—বরং দেরীতে হলেও এত অঢেল বই আছে যে তা ভালভাবে রাখার জো নেই। অথচ প্রতিবারই নতুন উদ্যোগ নেয়ার সঙ্গে সঙ্গে উদ্ভূত পরিস্থিতি মোকাবেলার দিকটিও ভাবা উচিত ছিল, খোঁজা উচিত ছিল সুরাহার পথটিও। তাহলে 'সরকার কা মাল দরিয়া মে ঢাল' গোছের বিরাট অপচয় থেকে রেহাই পাওয়ার সুযোগ থাকত।

অবস্থা দেখে মনে হয়,সংশ্লিষ্ট বিভাগটির উপস্থিত প্রয়োজনের পেছনে ছুটেই ঊর্ধশ্বাস অবস্থা, আগে পিছে দেখার কোন অবকাশ নেই। এমন তাৎক্ষণিকতা আক্রান্ত স্বভাবের উদ্দেশ্যে আর কি বলার আছে লাখ লাখ টাকা মূল্যের লাখ লাখ বইকে বিনষ্টি থেকে উদ্ধারের জন্যে ঊর্ধশ্বাসে ছুটতে বলা ছাড়া।